Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ৩১ day of আগষ্ট, ২০২৩

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৬৩৬/২০১২

প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ২২/০২/২৩ খ্রিঃ, ২৭/০৭/২৩ খ্রিঃ, ০৩/০৮/২৩ খ্রিঃ ও ১৬/০৮/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

আশীষ কুমার চৌধুরী ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)
---------Advocate for Defendant/ Opposite party

andhaving stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি সাবেক পটিয়া হাল চন্দনাইশ থানাধীন উত্তর জোয়ারা মৌজায় অবস্থিত হয়। তপশীলে বর্ণিত তথা গেজেট প্রকাশিত সম্পত্তির মধ্যে অধীন প্রার্থী শুধুমাত্র আর. এস. ২৪০৩ নং

খতিয়ানের আর. এস. ৬০১১ দাগ মোতাবেক বি. এস. ১৯৩৫ নং খতিয়ানের বি. এস. ৯৪৪৮ দাগের সম্পত্তি দাবী করেন। তবে গেজেট প্রকাশিত তপশীলে বি. এস. দাগ খতিয়ান লিপি ভুল বটে।

নালিশী আর. এস. ২৪০৩ নং খতিয়ানের আর. এস. ৬০১১ দাগের পুনি ভূমিতে অধীন প্রার্থীর পূর্ববর্তী গুরুদাস সেনের ছয় পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহন, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র নাথ, সুখেন্দু বিকাশ, শুধাংশু বিমল স্বত্ববান দখলকার ছিলেন। তৎ মতে তাহাদের নামে আর. এস. ২৪০৩ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। প্রসন্ন কুমার মরণে ভুপতি, নৃপতি ও বিমল ওয়ারিশ থাকে। ভুপতি মরণে অধীন প্রার্থী ওয়ারিশ আছি। নৃপতি ও বিমল নিঃসন্তান মৃত্যুবরণ করেন। রমনী মোহন মরনে এক পুত্র নিখিল ওয়ারিশ থাকে। অপরাপর আর. এস. রেকর্ডীগণ ও নিঃসন্তান মারা যায়। নিখিল চন্দ্রের ওয়ারিশ হিসাবে অধীন প্রার্থী এদেশে বসবাস রত আছি। অধীন প্রার্থী ভিন্ন নিখিল চন্দ্রের অন্য কোন নিকটতম ওয়ারিশ এদেশে নাই।

প্রার্থীকপক্ষের আরো বক্তব্য হলো আর. এস. রেকর্ডী রমনী মোহন সেনের মৃত্যুতে ওয়ারিশ থাকে একমাত্র পুত্র নিখেল সেন। উক্ত নিখেল সেন ভারতবাসী হলে তাহার সম্পত্তি অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসেবে তালিকা ভুক্ত হয় । সরকার ভি. পি. মামলা নং- ১৯৩/৭৮-৭৯ মূলে দরখাস্তকারীর পিতা ভুপতি রঞ্জন কে লিজ প্রদান করেন। আবেদনকারীর পিতা তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সন সন লীজ মানি প্রদানে এবং খাজনাদি আদায়ে ভোগ দখলে স্থিত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে অধীন আবেদনকারী উক্ত সম্পত্তি লীজ মানি প্রদানে সন সন খাজনাদি আদায়ে ভোগ দখলে রত থাকেন। প্রার্থীক মৌরশী ও লীজ সূত্রে স্বার্থবান ও দখলকার বিধায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১১ ও ২০১২ ইংরেজী) এর নীতিমালা অনুসারে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার। উক্ত প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী অত্র মামলা আনয়ন করেন।

অত্র মামলার ১-৫নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তাহাদের ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতবাসী হলে এবং এদেশে ফিরে না আসায় তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তফসিলোক্ত ভুমি চন্দনাইশ থানাধীন ক তালিকার গেজেটের ১৫৬ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। নালিশী ভুমি উত্তর জোয়ারা মৌজার আর এস ২৪০/২৪০৩/২৮২২/২৪২৫ নং খতিয়ানের আর এস ২৯২৯/৬৫৪৯/৬০১১/৫৯১১/৫৯৮৬ নং দাগাদির সামিল বি এস ৩৫২/২৬২৮/৩০২০/২৬৪০ নং খতিয়ানের বি এস ৩২০০/৬৮২১/৬২২২/৬০১০/৬০১৮ নং দাগ আন্দরে ১.০৫ একর ভুমি হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১৯৩/৭৮-৭৯ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীকের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই বিধায় প্রার্থীক নালিশী ভূমি অবমুক্তি পাবার হকদার নন। প্রার্থীকের দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীক তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৫ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১(এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **রঞ্জন কুমার দে (Op.W.1)**কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। **প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত** (Pt.W.1) এবং **রঞ্জন কুমার দে** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ২৪০৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী -১
২। বি. এস. ১৯৩৫ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -২
৩। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। উত্তরাধিকার সনদপত্র	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৫

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীকপক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট [প্রদর্শনী-৩] পর্যালোচনায় দেখা যায়, চন্দনাইশ থানাধীন উত্তর জোয়ারা মৌজার আর এস ২৪০/২৪০৩/২৮২২/২৪২৫ নং খতিয়ানের আর এস ২৯২৯/ ৬৫৪৯/ ৬০১১/ ৫৯১১/ ৫৯৮৬ দাগাদি আন্দরে ১.০৫ একর সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। তন্মধ্যে প্রার্থীকপক্ষ আর এস ২৪০৩ নং খতিয়ানের আর এস ৬০১১ দাগ তৎ সামিল বি এস ১৯৩৫ খতিয়ানের বি এস ৯৪৮৮ দাগের সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন। দাখিলী আর এস ২৪০৩ নং খতিয়ান ও বি এস ১৯৩৫ নং খতিয়ান ও গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, গেজেটে আর এস খতিয়ান ও দাগ নম্বর সঠিক থাকলেও বি এস খতিয়ান ও দাগ

ভুলভাবে লিপি হয়েছে। এছাড়া কোন খতিয়ানের কোন দাগের কি পরিমাণ ভূমি অর্পিত হয়েছে তাহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নেই।

প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত উত্তর জোয়ারা মৌজার আর এস ২৪০৩ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের আর এস ৬০১১ দাগে ৭৯ শতক ভুমির মালিক ছিলেন গুরুদাস সেনের ০৬ পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহান, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র নাথ সুখেন্দু বিকাশ ও সুধাংশু বিমল। আবার প্রার্থীকপক্ষ হতে দাখিলী বি এস ১৯৩৫ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান হয় যে আর এস ৬০১১ দাগের ৭৯ শতক ভুমি বি এস ৯৪৪৮ দাগভুক্ত হয় এবং উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন প্রসন্ন কুমার এর ০৫ পুত্র ভুপতি চন্দ্র সেন গং ও অন্যান্য গং। উল্লেখ্য বি এস খতিয়ান দৃষ্টে কাউকে ভারতবাসী হিসাবে পাওয়া যায়নি। তৎস্বত্বেও নালিশী ৯৪৪৮ দাগের ভুমি অর্পিত হিসাবে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে যাহা বে-আইনী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

[প্রদর্শনী-৩] পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন এর পুত্র নিখিলেশ সেন ভারতবাসী হলে তার স্বত্বীয় ১.০৫ একর ভুমি অর্পিত হয়। প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন গুপ্ত কর্তৃক দাবিকৃত সম্পত্তি মৌরশী ও লিজসূত্রে ভোগদখলকার মর্মে দাবি করেন। প্রার্থীকপক্ষ হতে দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-৪ ও ৪(ক) হতে পাই যে, প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন গুপ্ত এর পিতা ছিলেন ভুপতি রঞ্জন সেন প্রকাশ ভুপতি চন্দ্র সেন। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় বি এস ১৯৩৫ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২ হতে স্পষ্ঠ প্রতীয়মান যে প্রসন্ন কুমার সেনের প্রার্থীকের পিতা ভুপতি চন্দ্র সেন সহ ০৫ পুত্র ছিল। প্রসন্ন কুমার এর ওয়ারীশ ভুপতি কুমার গং কেউ ভারতবাসী হয়েছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন ভুপতি রঞ্জন সেন এর পুত্র এবং প্রসন্ন কুমার সেন এর পৌত্র হয়।

যেহেতু গেজেটে উল্লেখিত ভারতবাসী নিখিল চন্দ্রের পিতা রমনী মোহন এবং প্রার্থীকের পিতামহ প্রসন্ন কুমার পরস্পর আপন ভ্রাতা হয় সেই সূত্রে প্রার্থীকের পিতা ভুপতি রঞ্জন ও ভারতবাসী নিখিল সেন পরস্পর আপন কাকাতো ভ্রাতা হন। সুতরাং প্রার্থীক ভারতবাসী নিখিল সেন এর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে দাবিদার হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। একইভাবে প্রার্থীকের পিতা ভুপতি রঞ্জন এর অপরাপর ভ্রাতা গোপাল কৃষ্ণ গং বা তৎ ওয়ারীশ গণ ভারতবাসী নিখিলের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার হবেন।

প্রার্থীপক্ষ সরকার থেকে ভি.পি কেস নং ১৯৩/৭৮-৭৯ মুলে নালিশী সম্পত্তির একসনা লিজ প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকার দাবি করেছেন। কিন্তু তৎ দাবি সমর্থনে প্রার্থীকপক্ষ কোন লিজ এগ্রিমেন্ট দেখাতে পারেননি। এদিকে সরকারপক্ষ ও কাউকে নালিশী জমি লিজ প্রদান করিয়াছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। দাখিলী বি এস খতিয়ান দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে আর এস ৬০১১ দাগ সামিল বি এস ৯৪৪৮ দাগের ৭৯ শতক ভুমি প্রার্থীকের পিতা ভুপতি চন্দ্র সেন গং অংশানুসারে ভোগদখলে আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় ইহা প্রমানিত যে নালিশী দাগের সম্পত্তিতে বর্তমানে প্রার্থীপক্ষ ও তৎ কাকা গং দের দখল বিদ্যমান আছে।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীপক্ষ ওয়ারীশসূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন ২০০১ *এর* ২(ড) ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

উপরোক্ত আলোচনা হতে পেয়েছি যে প্রার্থীক ভারতবাসী নিখিল সেন এর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে পাবার অধিকারী হন। প্রার্থীকপক্ষ বর্তমানে নালিশী দাগের সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন। প্রার্থীক মূল মালিকের ওয়ারিশসূত্রে সহ-শরীক হওয়ায় গেজেট উল্লেখিত নালিশী দাগের সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার হকদার বলে আমি বিবেচনা করি। যেহেতু গেজেটে নালিশী আর এস ৬০১১ দাগের কতটুকু সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট নেই সেহেতু প্রার্থীক নালিশী আর এস ৬০১১ দাগের সামিল বি এস ৯৪৪৮ দাগে তাহার পিতা ভুপতি চন্দ্র সেন যতটুকু অংশ প্রাপ্য, ততটুকু পরিমান ভুমি অবমুক্তি পাবেন বলে আমি মনে করি। সে হিসাবে প্রার্থীক নালিশী আর এস ৬০১১ দাগ সামিল বি এস ৯৪৪৮ দাগে ১১.১০ শতক ভূমি অবমুক্তি পাবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। আরজির তফসিল বর্নিত নালিশী ১.০৫ একর সম্পত্তির মধ্যে থেকে নালিশী আর এস ২৪০৩ নং খতিয়ানের আর এস ৬০১১ দাগ সামিল বি এস ১৯৩৫ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৪৮ দাগে ১১.১০ শতক সম্পত্তি প্রার্থীক প্রদ্যুৎ সেন গুপ্ত এর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।